মূল শব্দাবলী
মন
প্রস্তুত
রমযান

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

14 February 2025 / 15 Syaaban 1446H

মনকে রমযানের জন্য প্রস্তুত করা

الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَإِخْوَانِهِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، أُوْصِيْ نَفْسِيْ وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلّ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

মহান আলাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া দৃঢ় করি। তাঁর সমস্ত আদেশ যেন আমরা মেনে চলি এবং তাঁর দেয়া সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদের দূরে রাখি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের মনকে সর্বোপরি আমাদের জীবনের সকল কিছুকে তাঁর নির্দেশনায় পরিচালনা করা অব্যাহত রাখুন।

<u>সম্মানিত সুধী,</u>

আমরা গত রাতে নিসফু সাবান রাত্রি পালন করেছি। এর অর্থ হলো আমরা রমযান মাসের খুব নিকটে এসে পরেছি- যে মাসটি হল করুণার, ক্ষমা চাওয়ার এবং দোযখের আগুণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খেওয়া। । তাহলে প্রশ্ন হলোঃ এই মাসটি যে আসছে তাকে স্বাগত জানাতে কি আমরা সত্যি প্রস্তুত আছি?

সম্মানিত ভাইয়েরা,

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আসুন আমরা আমাদের মনের দিকে তাকিয়ে দেখি। মনকে দেখা এত জরুরী কেন? এর কারণ, আমাদের নবী করিম (সঃ) একদা বলেছিলেন,

অর্থঃ আসলেও, আমাদের শরীরে একখন্ড মাংসপিন্ড আছে। যদি এটা ভাল থাকে তাহলে সারা শরীর ভাল থাকে। আর যদি এটা বিকৃত হয় তবে সারা শরীর বিকৃত কয়ে যায়। অবশ্যই, সেই মাংসপিন্ডটিই হলো হৃদপিন্ড। (আল বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

রমযান মাস কেবল খাদ্য ও পানীয় থেকে নিজেকে সংবরণ করার মাস নয়। এই মাস আমাদের আত্মা বা মনকে বিশুদ্ধ করার মাসও বটে – এই মাসে আমরা আমাদের মনকে পরিশুদ্ধ করি যাতে আমরা এখানে স্বর্গীয় নির্দেশনা আরো ভালভাবে গ্রহণ করতে পারব।

আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) একদা নবী করিম (সঃ) কে জিগ্যেস করেছিলেন, “ আমাদের মধ্যে কে সবচিয়ে ভাল মানুষ?” জবাবে তিনি রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন, “আমাদের মধ্যে তিনি-ই সর্বোত্তম যাঁর অন্তর বিশুদ্ধ ও যিনি সত্যবাদী”।

এরপর তাঁকে জিগ্যেস করা হলো যে বিশুদ্ধ মন বলতে কি বোঝানো হয়? তিনি বললেন, “ যে মন ন্যায়বিচারক, যা পরিষ্কার এবং পাপমুক্ত, সীমালঙ্ঘঙ্কারী নয় এবং অন্যের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করে না”। (ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত)

<u>সম্মানিত সুধী,</u>

একটি শুদ্ধ মন হিংসা, বিদ্বেষ, বিরক্ত ঘৃণামুক্ত মন।) ইমাম আন নাসাই কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে আমাদের নবী করিম(সাঃ) বলেছিলেন, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি বিশ্বাস এবং হিংসা এক মনে থাকতে পারে না"।

বিপরীতভাবে বলা যায়, হিংসা, বিদ্বেষ ও আক্রমণাত্মক আচরণ কেবল একজনের অন্তরে তাঁর ধর্ম বিশ্বাসের ত্রুটিকেই চিহ্নিত করে।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এটাও গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন যে, প্রকৃত বিশ্বাস শুধুমাত্র আমাদের ধর্মবিশ্বাস বা ইবাদতে করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না, বরং বিশ্বাস আমাদের রাখতে হবে অন্যের সঙ্গে আমাদের আচরণ, অন্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে। শাবান মাসের এই সময়ে এই গভীর বার্তাটি আমাদেরকে বার বার মনে করিয়ে দেখা য়া হচ্ছে। যা কিনা রমযান মাসের প্রস্তুতি হিসাবে আমাদের মনকে তৈরী করারি একটি অংশ বিশেষ।

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

রমযান মাসের প্রস্তুতি হিসাবে, এখানে আমরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করব,

<u>প্রথমঃ অনুশোচনা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা</u>

অনুতাপ কেবল মুখে উচ্চারন করলেই হয়য় না। এটা একটি প্রক্রিয়া যা শুরু হয়য় সচেতনতা দিয়ে , তারপর আসে বিবেকদংশন এবং এর পর আসে একটি পর্যায় যখন অতীতের সব ভুলত্রুটিগুলিকে পিছনে ফেলে একটি দৃঢ় সংকল্পগ্রহণ পর্যায়।

সুরা মাঈদার ৩৯ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ٣٩

অর্থঃ *অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।* [সুরা মায়িদা: 39]

আসুন, আমরা আমাদের সব কাজ করাগুলিকে একবার পর্যবেক্ষণ করে দেখি। ভেবে দেখেন আমাদের পাপের কাজগুলির তুলনায় আমাদের ভাল কাজ করার পরিমান কত অল্প!। আসুন, আমরা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার নিকট আমাদের ক্ষতিকর বদভ্যাসগুলিকে নিয়ে অনুশোচনা করি ও সেগুলি পরিহার করি। আমাদের মনকে পাপী কাজ দিয়ে আর ভারী করে না তুলি – সেটা যত ছোট বা বড়, যত দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান , ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হোক না কেন। বরং, আমরা সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ইবাদত করার সুযোগ যেন পাই যাতে আমাদের এই ভাল কাজগুলি আমাদের মন্দ কাজের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে কাজ করে।

দ্বিতীয়তঃ ইবাদতে আন্তরিকতার নিষ্ঠার চর্চা রাখা

রমযান মাসের প্রাক্কালে, আমাদের মনকে অবশ্যই আমাদের সকল ইবাদতের কাজে আরো নিষ্ঠাবান ও মনোযোগী করে তুলতে হবে। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ইবাদত করাটা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট আমাদের ইবাদত কবুল হওয়ার অন্যতম চাবিকাঠি। অন্যদিকে অন্যকে দেখানোর জন্য যখন কেউ ইবাদত করেন, বা নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য যখন কেউ নামাজ পড়েন বা অন্যের বাহবা পাওয়ার জন্য যখন ইবাদত করেন, সেই ইবাদত মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দ্বারা গ্রহণযোগ্য হবে না।

তাই, আসুন, আমরা আমাদের ইবাদত করার উদ্দেশ্য মূল্যায়ন করি। এটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, আমরা যা ইবাদত করছি তা অন্য কোন কারণে নয়, তা শুধুমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার

সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করা। প্রকৃত আন্তরিকতার সাথে করা ইবাদতই কেবল আমাদের মনে ও জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

তৃতীয়ঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষ এবং বিরক্তির ভাবকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে দেয়া

রমযান মাস হলো করুণা ও সুসম্পর্ক স্থাপনের মাস। আমরা যখন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলার সামনে বিনয়ের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে সকল ভুল-ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, তেমনিভাবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কগুলি সুন্দর রাখার জন্য আমাদের মনকে আরো মুক্ত ও প্রসারিত করে তোলা।

এটা সত্য, ঈর্ষা ও বিরক্তি- এই দুইটি হলো আমাদের মনের দুটি বড় অসুখ যা কিনা মানুষে-মানুষে সম্পর্ক নষ্ট করে এবং আমাদের ইবাদতের মনের ওপরেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।। নবী করিম (সঃ) একদা বলেছিলেন “ এই ঈর্ষার ব্যাপারে সজাগ থেকো যা আগুনে কাঠ যেমন জ্বলতে থাকে তেমনি মানুষের ভাল কাজ ধ্বংস করে ফেলে”। (আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ভাইয়েরা আমার,

রমযান মাস আসার আগেই আসুন আমরা আমাদের অতীতের সমস্ত পাপ সম্পর্কে অনুশোচনা করি, গভীর একনিষ্ঠার সঙ্গে ইবাদত করে আমাদের মন থেকে ঈর্ষা ও বিরক্তিকে চিরতরে মন থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত।

ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদের অন্তর বিশুদ্ধ করুন যেন আমরা প্রকৃত বিশ্বাসীগন আসছে রমযান মাসটি অবলোকন করতে পারি। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا وَارْحَمْ وَالِدِينَا وَارْحَمْ أُمَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ أَجْمَعِينَ. اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ وُلَاةَ أُمُوْرِنَا، وَوَفِّقْهُمْ لِمَا فِيْهِ صَلَاحُ الأُمَّةِ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ وَلِّ أُمُوْرَنَا خِيَارَنَا، وَلَا تُوَلِّ أُمُوْرَنَا شِرَارَنَا، وَارْفَعْ مَقْتَكَ وَغَضَبَكَ عَنَّا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا، وَحَوِّلْ حَالَنَا إِلَى

أَحْسَنِ الْأَحْوَالِ، وَفَرِّجْ مَا نَزَلَ بِنَا مِنَ الْأَهْوَالِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ وَسَائِرَ البِلَادِ عَامَّةً آمِناً مُطْمَئِناً سَخَاءً رَخَاءً بِقُدْرَتِكَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلِسْطِينَ، وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.